রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রেস-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ (সংশোধিত ২০২০)

প্রথম অধ্যায়

১.০ পটভূমি

নং **১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১১.১৫-২৪৩**—বর্তমান সভ্যতাকে বলা হয় ইন্টারনেট সভ্যতা। সভ্যতার এই যাত্রাকে আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলে চিহ্নিত করছি। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে একটি শিক্ষিত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য সকলে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছি।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে ইন্টারনেট এখন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে মানুষের জীবনযাপন, তথ্য আদান-প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইন্টারনেট। লেখা, চিত্র, শব্দ ও ইন্টারএক্টিভিটি সহযোগে ইন্টারনেটে তথ্য ও উপাত্তকে এমনভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব যা অন্য কোনো মাধ্যমেই সম্ভব নয়। এটি একদিকে হতে পারে খবরের কাগজ, ব্যক্তিগত ডাইরি বা সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। অন্যদিকে ইন্টারএক্টিভিটিসহ বিভিন্ন ধরনের নিউজ পোর্টাল, নিউজ ব্লগ, আইপি টিভি, ইন্টারনেট রেডিও ইত্যাদি নানা ধরনের অনলাইন গণমাধ্যমের আবির্ভাব। দেশের বিদ্যমান কাগজ ও সম্প্রচারনির্ভর জাতীয়

মূল্য : টাকা ৮.০০

গণমাধ্যমগুলোও তথ্য-উপাত্ত ও সম্প্রচার ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে। ফলে ইতোমধ্যে অনলাইন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশে অনলাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই অনলাইনে প্রকাশিত গণমাধ্যমের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক।

বিদ্যমান অবস্থায় এইসব গণমাধ্যম একদিকে কোনো স্বীকৃতি বা সুযোগ সুবিধা পায় না, অন্যদিকে গণ্যমাধ্যমের জাতীয় মান রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আইনকানুন, নিয়মনীতি, নিবন্ধন ইত্যাদি বিদ্যমান নেই।

অনলাইন গণমাধ্যমে স্বীকৃতি, মান নিশ্চিতকরণ ও নীতিনৈতিকতা গড়ে তোলা এবং গণ্যপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় অনলাইন গণ্যমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ যুগোপযোগী করে নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা আবশ্যক।

১.১ **নীতিমালার নাম : জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ (সংশোধিত ২০২০)**

১.২ **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :**

১.২.১ বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান এবং রীতিনীতি অনুসরণপূর্বক অনলাইন গণ্যমাধ্যম পরিচালনার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে দেশের গণ্যমাধ্যম ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

১.২.২ জনস্বার্থ, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাতে অনলাইন গণ্যমাধ্যম সেবাদানকারী কর্তৃক তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচার করা হয় তা নিশ্চিতকরণ;

১.২.৩ অনলাইন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ, গণতন্ত্রের বিকাশ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা, সঠিকতা, নিরপেক্ষতা ও গণমুখীনতা বজায় রাখা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা;

১.২.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, বাক্-ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্মান সমুন্নত রেখে গণমাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১.২.৫ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সহায়তা এবং এর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

১.২.৬ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, আরো গতিশীল ও দক্ষ করে গড়ে তোলা;

১.২.৭ অনলাইন গণমাধ্যমের সহায়তায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, রপ্তানি বৃদ্ধি, সরকারি সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

১.২.৮ সকল অন্যায় ও বৈষম্য নিরসন করে ন্যায় ও সমতার নীতি প্রতিষ্ঠায় অনলাইন গণ্যমাধ্যমের সুদৃঢ় ভূমিকা নিশ্চিত করা;

১.২.৯ অনলাইন গণমাধ্যম সেবা প্রদানকারীদের নিবন্ধন প্রদান, পর্যবেক্ষণ (Monitoring) এবং মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা;

১.২.১০ নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে সকল অনলাইন গণমাধ্যকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় আনায়ন করা;

১.২.১১ বাংলাদেশের শিশু, নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনলাইন গণমাধ্যমের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ;

১.২.১২ সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা;

১.২.১৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা;

১.২.১৪ অশ্লীল এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ, প্রচার বা সম্প্রচার না করা এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে উৎসাহ প্রদান করা;

১.২.১৫ সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নির্মূল ও প্রতিরোধে সহায়তা করা।

১.৩ কৌশলসমূহ :

১.৩.১ এ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশীজনের (Stakeholder) পরামর্শ গ্রহণ;

১.৩.২ আইনের মাধ্যমে সম্প্রচার কমিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা;

১.৩.৩ কমিশনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা।

১.৪ সংজ্ঞা :

১.৪.১ এই নীতিমালায় 'অনলাইন গণ্যমাধ্যম' বলতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে হোস্টিংকৃত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্টারনেটভিত্তিক রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি ও লেখা বা মাল্টিমিডিয়ার অন্য কোনো রূপে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারকারী বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে;

১.৪.২ 'কমিশন' বলতে আইনের মাধ্যমে গঠিত সম্প্রচার কমিশন বোঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ অনলাইন গণমাধ্যম নিবন্ধন

২.১ **নিবন্ধন প্রদান:**

২.১.১ সকল অনলাইন গণমাধ্যমকে কমিশনের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে; তবে কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সংযুক্ত সংস্থা নিবন্ধনের দায়িত্ব পালন করবে;

২.১.২ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে অনলাইন গণমাধ্যমকে নিবন্ধিত করবে। বিদ্যমান অনলাইন গণমাধ্যমসমূহ শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিবন্ধিত হবে। সকল অনলাইন গণমাধ্যমের জন্য সম্পাদকসহ সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সঙ্গতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাস্তবায়নসহ একক নাম সংক্রান্ত বিধি-বিধান মেনে নিবন্ধিত হতে হবে;

২.১.৩ সরকার অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে আলোচনা করে নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করবে। এতে নিবন্ধন প্রদান পদ্ধতি, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, বাতিল ও অগ্রায়ণের বিধান বর্ণিত থাকবে;

২.১.৪ এ সম্পর্কিত আইন/বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আইন/বিধিমালা/নীতিমালায় অস্পষ্টতা থাকলে সরকার এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

২.১.৫ নিবন্ধনপ্রাপ্ত সকল অনলাইন গণমাধ্যম সরকারের কাছে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে;

২.১.৬ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ মোতাবেক ডিক্লারেশন দিয়ে যারা ছাপানো পত্রিকা প্রকাশ করছেন অথবা সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের ই-পেপার অনলাইনে প্রকাশের জন্য গণমাধ্যম হিসেবে নতুন করে নিবন্ধন করতে হবে না। তবে প্রিন্ট ও অনলাইন ভার্সনের ভিন্নতা থাকলে

অনলাইন ভার্সনের জন্য আলাদা নিবন্ধন করতে হবে। তাদের অনলাইন এডিশন/অনলাইনে প্রকাশের বিষয়ে যাবতীয় তথ্যসহ কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নীতিমালার অন্যান্য সকল বিষয়াদি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে;

২.১.৭ নিবন্ধনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে নিবন্ধন ফি জমা দিতে হবে;

২.১.৮ সম্প্রচারের জন্য সরকার থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতার তাদের হুবহু অনুষ্ঠান অনলাইনে প্রচারের ক্ষেত্রে নিবন্ধন লাগবে না। তবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতার নিউজপোর্টাল হিসেবে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য এই নীতিমালার আওতায় পৃথকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ কমিশন

৩.১ কমিশন নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবেঃ

৩.১.১ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা ধারাবাহিকভাবে মনিটর করবে;

৩.১.২ কমিশন সকল গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বা প্রচারিত অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবে;

৩.১.৩ কমিশন যে কোনো অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে;

৩.১.৪ কমিশন সম্প্রচার অনুপযোগী তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ ও নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বা স্বপ্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোসহ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানপূর্বক শাস্তি আরোপ, মামলা দায়ের এবং প্রয়োজনবোধে অধিকতর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবে;

৩.১.৫ কমিশন নীতমালার বাস্তবায়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিধি-বিধান প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনে অংশীজনদের (Stakeholder) পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

৩.২ অনুসরণীয় নিয়মাবলি (Code of Guidance) :

৩.২.১ কমিশন অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অনুসরণীয় নিয়মাবলি (Code of Guidance) তৈরি করবে এবং প্রয়োজনে সময়ে সময়ে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। এ নিয়মাবলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে :

(ক) প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের অন্যায্য (unjust) এবং অনুচিত (unfair) বিষয়সমূহ পরিবীক্ষণ;

(খ) অযৌক্তিক/অসমর্থিতভাবে গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে (unwarranted/infringement of privacy) এমন বিষয়াদি পরিহার;

(গ) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট Charter of Duties, তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা (Disclosure Policy) ও সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ অভিযোগ ও নিষ্পত্তি :

৩.৩.১ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য-উপাত্ত যদি কোনো নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে;

৩.৩.২ কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত ও উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ৩০ দিনের মধ্যে আদেশ প্রদান এবং নিবন্ধন সম্পর্কে নির্দেশনা জারি ও জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ অনলাইন সংবাদ, অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন প্রচার

৪.১ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতি, সংবাদ ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তব্য, পণ্য, পণ্যের মান ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশু ও নারীর অধিকার বিষয়ে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে;

৪.২ তথ্য-উপাত্ত প্রচার/সম্প্রচারের বিষয়ে সতর্কতা ও অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে;

৪.৩ আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও সংবাদ প্রচার করতে পারবে না। তবে এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ বিবিধ

৫.১ এ নীতিমালার আলোকে প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট Charter of Duties ও সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা কোনোমতেই অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার পরিপন্থি হতে পারবে না এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

৫.২ কোনো অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন শোভনীয়, সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিমার্জিত কি না এ বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিধা/সন্দেহ দেখা দিলে অনলাইন গণমাধ্যমকে কমিশনের কাছে আবেদন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৫.৩ সকল তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করার ক্ষেত্রে দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস আইন, ১৯৬৩ (The Censorship of Film Act. 1963), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (ICT Act. 2006), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১, কপিরাইট, ট্রেডমার্কস, প্যাটেন্টস-ডিজাইন ও জিআই আইনসহ অন্যান্য মেধাসম্পদ আইনসমূহ বা দেশের প্রচলিত আইনসমূহ ও তার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে বা কোনো জাতীয় নীতিমালার পরিপন্থি কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না;

৫.৪ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল, আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও-এর অফিস পরিদর্শন করতে পারবে;

৫.৫ নিবন্ধনপ্রাপ্ত কোনো নিউজ পোর্টাল, আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও এ নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটালে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানো সাপেক্ষে নিবন্ধন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবে এবং সরকার সুপারিশের যথার্থতা বিবেচনা করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে।

কামরুন নাহার
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd